গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

এবং

সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ (মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর প্রতিনিধি)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৭ - জুন ৩০, ২০১৮

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র.....	৩-৫
উপক্রমনিকা (preamble)	৬
সেকশন-১: রূপকল্প (Vision),অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী.....	৭
সেকশন-২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/ Impact).....	৮
সেকশন-৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	৯
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	১১
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি	১২-১৩
সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/ সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা	১৪

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক অর্জনঃ

বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার আলোকে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে কাজ করে পরিকল্পনা কমিশন। পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি বিভাগের মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হচ্ছে কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ। এ বিভাগের আওতায় রয়েছে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ খাত যথাঃ কৃষি, পানি সম্পদ, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান। দেশের খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি এবং আঞ্চলিক সুষম উন্নয়নের জন্য এ বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়ে থাকে।

সেক্টর কৃষিঃ

বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থার বিকল্প নেই। দেশের সকল জনগণের জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন তথা স্বনির্ভরতা অর্জন, অর্থকারী ফসল ও শিল্প সহায়ক কৃষি উৎপাদন, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, দারিদ্র দূরীকরণ, কৃষি, ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি প্রভৃতির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি সেক্টরের ফসল সাব-সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি বিশাল জনগোষ্ঠির জন্য নিরবিচ্ছিন্ন পুষ্টি প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পুষ্টিমান শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে কার্যকর কৌশল হিসেবে উন্নত জাতের উচ্চ ফলনশীল বীজ উদ্ভাবন, উৎপাদন ও বিতরণ, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, শস্য নিবিড়করণ, বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ পদ্ধতি চালুকরণ, ভোক্তার চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থিতিশীল কৃষি পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং গবেষণা, সম্প্রসারণ বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রচারণাসহ অন্যান্য সহযোগী কার্যক্রম ইতোমধ্যে চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবন করছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে এ সকল উদ্ভাবিত ফসলের জাত মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের কাজ অব্যাহত রয়েছে। ফসল সাব সেক্টরের আওতায় বিগত ০৩ বছরে মোট ২১ টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

খাদ্য উপ-খাতঃ

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পানার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিতরণ, জরুরি অবস্থা মোকাবেলা ও খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং কৃষক ও ভোক্তা উভয় শ্রেণীর জন্য নিরাপদ খাদ্য মজুদ গড়ে তোলা, পল্লী রেশনিং ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করে সামগ্রিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সুসংহত করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ে জলবদ্ধতা দূরীকরণ ও গ্রামীণ সড়কের সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, বন্যা-আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, উপকূলীয় অঞ্চলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এডিপিতে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। খাদ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সুসংহত করার লক্ষ্যে বিগত বছর সমূহে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান ক্ষমতার অতিরিক্ত প্রায় ২ লক্ষ মে:টন খাদ্য গুদাম/সাইলো নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জাতীয় খাদ্য নীতির উদ্দেশ্য অর্জনে এডিপিভুক্ত প্রকল্পগুলি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সারাবছর ব্যাপী মানসম্মত খাদ্য শস্যের মজুদ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ন্যায্য মূল্যে খাদ্য সরবরাহসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান আছে যা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। খাদ্য সাব সেক্টরের আওতায় বিগত ০৩ বছরে মোট ০৫ টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

বন উপ-খাতঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের যে সকল দেশ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত জলবায়ু সংক্রান্ত সনদ অনুযায়ী স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ভূমি ক্ষয় রোধে বাংলাদেশ স্থানীয় উৎস ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় বিভিন্ন কর্মসূচি এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে।

স্থানীয় জনগণকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা প্রস্তুত রাখা, তাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, দেশের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বিদ্যমান বনভূমি সংরক্ষণ, নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টি, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা কমানো, কো-ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে পরিবেশ উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ, ঢাকা শহরে নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকার জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়ে জাতিসংঘ ঘোষিত বিভিন্ন সনদ অনুযায়ী সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় আইন, নীতিমালা, রোডম্যাপ, ব্র্যাকশন প্ল্যান ইত্যাদি প্রণয়ণ করছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন এবং টেকসই উন্নয়নের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্তিপূর্বক সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিষয়গুলো বিবেচনা করেছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় জলবায়ু ও পরিবেশ সেক্টরে পরবর্তী পাঁচ বছরে যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে তা একটি রুপরেখা তৈরি করা হয়েছে এবং একইসাথে বর্ণিত সময়ে জলবায়ু ও পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে যে সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হবে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বিশ্বে একটি অনন্য মডেল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ উপ-খাতঃ

নদীমাতৃক এ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, সামাজিক ও পারিবারিক নানা সংস্কৃতি, গ্রামীণ জনগণের জীবিকা অর্জন এবং আমিষের অন্যতম উৎস হিসেবে মৎস্য সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৪.৩৭ শতাংশ মৎস্য উপখাতের অবদান। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্যজীবীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান সুসংহত করার লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র হালদা নদীর মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রের উন্নয়ন, মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, মান সম্পন্ন চিংড়ি উৎপাদন ও হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন বৃদ্ধি, অভন্তরীণ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিল, হাওড়সহ উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তকরণ, ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাটকা সংরক্ষণ, পার্বত্য অঞ্চল ও কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মৎস্য অতরণ কেন্দ্র স্থাপন, মৎস্যজীবীদের নিবন্ধন, ব্রুড ব্যাংক স্থাপন, মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট নির্মাণ এবং মুক্তা চাষসহ মৎস্য জাতের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যার ধারাবাহিকতা এখনও চলমান রয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত মৎস্য চাষ সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ মৎস্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে।

দৈনন্দিন খাদ্যে মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, চাষাবাদ, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানীতে এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ উপখাতের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ২০% সরাসরি এবং ৫০% আংশিকভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের উপর নির্ভরশীল। এছাড়াও, প্রায় ৪৪% প্রাণিজ আমিষ আসে এ উপ-খাত হতে। প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে খামারী পর্যায়ে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণ; পশু খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ; পোল্ট্রি সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন পোল্ট্রির জাত উন্নয়ন; দেশী মুরগির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং পোল্ট্রি সম্পদকে বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য টিকা উৎপাদন; অধিক দুধ ও মাংস উৎপাদনকারী গবাদি জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম জোরদারকরণ; দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে দেশের ৫টি স্থানে ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনলজি স্থাপন ইত্যাদি প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বন, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ সাব সেক্টরের মাধ্যমে বিগত ০৩ বছরে মোট ৪৪ টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন খাতঃ

বিভিন্ন ধরণের পুনর্বাসন ও স্বনির্ভর কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উপর বর্তমান সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। দেশের ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সরকারি খাস জমিতে পুনর্বাসন ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টরের আওতায় আশ্রয়ণ-১ ও গুচ্ছগ্রাম-১ম পর্যায় প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আশ্রয়ণ-২ ও গুচ্ছগ্রাম-২ পর্যায় প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং গুচ্ছগ্রাম-৩ পর্যায় নতুন অনুমোদনের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রসস্থকরণ, কানেকটিভিটির প্রয়োজনের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বেগবান করার জন্য জনগুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সড়ক সেতু নির্মাণ, গ্রামীণ গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ, বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ নির্মাণসহ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়া দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি বাড়ী অর্থনৈতিক কার্যাবলীর কেন্দ্রবিন্দু এবং প্রতিটি গ্রাম সংগঠনকে একটি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে গঠন করার উদ্দেশ্যে "একটি বাড়ী একটি খামার"-শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় আয়বর্ধনমূলক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি তথা গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়েছে। যা দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টরের আওতায় বিগত ০৩ বছরে মোট ১২০ টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

পানি সম্পদ ও সেচ অনুবিভাগঃ

সরকারের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নদী ভাঙ্গণ রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণ ও দেশের বৃহৎ নদীগুলোর শাসন নিয়ন্ত্রণ এবং ছোট বড় শহর রক্ষাকল্পে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে লবনাক্ততা থেকে জলাভূমি/সুন্দরবন সংরক্ষণ, সুপেয় পানির সংস্থান নিশ্চিতকল্পে এবং সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধারকল্পেও বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সেচ এর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে। সেচ প্রকল্পগুলো ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুই পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পানি সম্পদের সুষম ব্যবহার ও জনগণকে সম্পৃক্ত করে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে বৃহৎ সেচ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অপরপক্ষে, ভূ-গর্ভস্থ/ভূ-উপরিস্থ পানির সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকার বিভিন্ন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এছাড়াও ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ ও পরীক্ষামূলকভাবে সৌরশক্তি দ্বারা সেচ কার্যক্রম পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পানি সম্পদ ও সেচ সাব সেক্টরের আওতায় বিগত ০৩ বছরে মোট ৭৫ টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহঃ

- এমটিবিএফ বরাদ্দ এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের বছরওয়ারী বরাদ্দ চাহিদার মধ্যে পার্থক্য বিশেষত অপ্রতুল বরাদ্দ;
- এডিপিতে বরাদ্দবিহীন নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্তিতে যথাযথ নীতিমালা অনুসরণকালে প্রভাবমুক্ত ও যথাযথ এ্যাপ্রাইজাল নিশ্চিতকরণ;
- প্রকল্প ডিজাইন ও ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান দুর্বলতা; এবং
- ফিজিবিলিটি স্টাডি ব্যতিরেকে প্রকল্প গ্রহণের ফলে বারং বার প্রকল্প সংশোধন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং রূপকল্প ২০২১ ও এসডিজি অভিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দেশে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন; এবং
- ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক যথোপযুক্ত প্রকল্প গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

- কৃষি, পানি সম্পদ ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত নতুন ১৯২ টি প্রকল্প অনুমোদন ও প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করা হবে।

উপক্রমণিকা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্য

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ-এর মধ্যে ২০১৭ সালের .....জুন..... মাসের.....১২.....তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন-১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রুপকল্প (vision) অভিলক্ষ্য (Mission) কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রুপকল্প (vision) :

খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতরকণ এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রকল্প গ্রহণ, প্রকল্পসমূহ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ এবং এতদসংক্রান্ত নীতি ও কৌশল প্রণয়নে সহায়তা প্রদান।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যমূহ (Strategic Objectives) :

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ :

১. উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যকর/ফলপ্রসু মূল্যায়ন ;

২. এডিপি/আরএডিপি'র মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পে কার্যকর সম্পদ বন্টন ;

৩. মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহে উন্নয়ন কার্যক্রমের বিষয়ে মতামত প্রদান ;

৪. প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিতকরণ

১ .৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন

৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন

৪. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন

৫.আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions) :

১. ৭ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে সেক্টরাল উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন;

২. সেক্টরাল পরিকল্পনার সাথে কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী পতিষ্ঠান বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) সমন্বয় সাধন;

৩. উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প মূল্যায়ন (Appraisal), পিইসি সভার কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদনে সহায়তা প্রদান;

৪. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে আলোচনাক্রমে এডিপি ও আরএডিপি প্রণয়ন এবং

৫. সেক্টরাল উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও পরিকল্পনা নীতি প্রণয়ন।

সেকশন ২

মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (outcome/impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (outcome/ impact)	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ (performance /Indicator)	একক (Unit)	প্রকৃত		লক্ষ্যমাত্রা ২০১৭-১৮	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র (Source of Data)
			২০১৫-১৬	২০১৬-১৭		২০১৮-১৯	২০১৯-২০		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকল্প অনুমোদনে সহায়তা প্রদান	সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকল্পের হার	%	৮০%	প্রায় ৮৪%	৯০%	৯২%	৯৫%	সংশ্লিষ্ট বিভাগ (কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ) এর আওতাধীন মন্ত্রণালয়সমূহ	পরিকল্পনা কমিশন এবং পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
যথাযথভাবে এবং টেকসই উন্নয়নকল্পে সঠিক প্রকল্পসমূহ অনুমোদন ত্বরান্বিতকরণ	উন্নয়ন পরিপত্র এবং বিভিন্ন গাইডলাইন অনুসরণের হার	%	উন্নয়ন পরিপত্র এবং বিভিন্ন গাইডলাইন-এ বিধৃত সময়	আনুমানিক ৯০%	৯৫%	৯৬%	৯৮%	সংশ্লিষ্ট বিভাগের আওতাধীন মন্ত্রণালয়সমূহ	পরিকল্পনা কমিশন এবং পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন

*সাময়িক (provisional) তথ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা কমিশন

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ

বিষয়ঃ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্ম সম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রার মান (সেকশন-৩)

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যর মান	কার্যক্রম	কর্ম সম্পাদন সূচক	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৫-১৬	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭ **	লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০১৭-১৮					প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	২০১৮-১৯	২০১১৯-২০
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
মন্ত্রণালয়র / বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য														
১। উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যকর/ফলপ্রসু মূল্যায়ন	৪৫	১.১ জাতীয় পরিকল্পনার আলোকে ডিপিপি যাচাই-বাছাইকরণ	১.১.১ যাচাই-বাছাইকৃত প্রকল্প দলিল	সংখ্যা	১৭	২৬১	২১৬	২০১	১৮০	১৬০	১৪০	১২০	২০৬	২১২
		১.২ পিইসি/এসপিইসি সভার জন্য কার্যপত্র প্রস্তুতকরণ	১.২.১ পিইসি/এসপিইসি সভার জন্য প্রস্তুতকৃত কার্যপত্র	সংখ্যা	১৪	২৬১	১৭৬	১৭২	১৫৪	১৩৭	১২০	১০৩	১৮০	১৮২
		১.৩ প্রকল্পের প্রস্তাবের ওপর পিইসি/এসপিইসি সভা অনুষ্ঠান এবং কার্যবিবরণী জারিকরণ	১.৩.১ পিইসি/এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত এবং জারিকৃত কার্যবিবরণী	সংখ্যা	৯	২০৬	১৬২	১৭২	১৫৪	১৩৭	১২০	১০৩	১৮০	১৮২
		১.৪ একনেক/পরিকল্পনা মন্ত্রীর জন্য প্রকল্প অনুমোদনের নিমিত্ত সার-সংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ	১.৪.১ প্রকল্পের প্রস্তুতকৃত সার-সংক্ষেপ	সংখ্যা	৫	১৫৩	১২৫	১২৯	১১৬	১০৩	৯০	৭৭	১৩০	১৩৫
২। এডিপি/ আরএডিপি'র মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পে কার্যকর সম্পদ বন্টন	২০	২.১ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রেরিত প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ ও উপযোজন প্রস্তাব যাচাই-বাছাইকরণ ও কার্যক্রম বিভাগে প্রেরণ	২.১.১ যাচাই-বাছাইকৃত বরাদ্দ প্রস্তাব	দিন	৮	৮	৮ দিন	৮ দিন	৯ দিন	১০ দিন	১১ দিন	১২ দিন	৮ দিন	৮ দিন
		২.২ কার্যক্রম বিভাগে এডিপি/ আরএডিপির ১ম কলনোটিশ প্রেরণ	২.২.১ কার্যক্রম বিভাগে প্রেরিত ১ম কলনোটিশ	দিন	৮	৮	৮ দিন	৮ দিন	৯ দিন	১০ দিন	১১ দিন	১২ দিন	৮ দিন	৮ দিন
		২.৩ কার্যক্রম বিভাগে এডিপি/ আরএডিপির ২য় কলনোটিশ প্রেরণ	২.৩.১ কার্যক্রম বিভাগে প্রেরিত ২য় কলনোটিশ	দিন	৪	৪	৪ দিন	৪ দিন	৫ দিন	৬ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৪ দিন	৪ দিন
৩। মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মতামত প্রদান	১০	৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ (সিসিজিপি, বাজেট মিটিং, এডিপি পর্যালোচনা, পিএসসি, পিআইসি, ডিপিইসি, ডিএসপিইসি)	৩.১.১ অংশগ্রহণকৃত সভা	সংখ্যা	৫	৪২১	৪৫৩	৪৫৫	৪০৯	৩৬৪	৩১৮	২৭৩	৪৫০	৪৫০
		৩.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মতামত প্রদান (ঋণ চুক্তিসহ)	৩.২.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রদত্ত মতামত	সংখ্যা	৫	৭২	৬৫	৮২	৭৩	৬৫	৫৭	৪৯	৮৫	৮৫
৪। প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিতকরণ	০৫	৪.১ জাতীয় সংসদ এবং মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ	৪.১.১ সংসদে প্রশ্নোত্তর প্রেরণ	দিন	৫	৩ দিন	৫ দিন	৫ দিন	৬ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৯ দিন	৫ দিন	৫ দিন

বিঃ দ্রঃ কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের বিভিন্ন উইং থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে।

**প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুলাই ২০১৬ থেকে মে ২০১৭ পর্যন্ত।

দপ্তর/সংস্থার আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

(মোট নম্বর - ২০)

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
						লক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৭-১৮				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতিমানের নিম্নে (Poor)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	৪	২০১৭-১৮ অর্থবছরের খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিলকৃত	তারিখ	.৫	১৯ এপ্রিল	২৩ এপ্রিল	২৫ এপ্রিল	২৬ এপ্রিল	২৭ এপ্রিল
		মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	১	১৫ জুন	১৮ জুন	১৯জুন	২০ জুন	২১ জুন
		২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৬ জুলাই	১৮ জুলাই	১৯ জুলাই	২০ জুলাই	২৩ জুলাই
		২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	.৫	৪	৩	-	-	-
		২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	নির্ধারিত তারিখে অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৪ জানুয়ারি	১৬ জানুয়ারি	১৮ জানুয়ারি	২১ জানুয়ারি	২২ জানুয়ারি
কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন	৯	ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	ই-ফাইলে নথি নিস্পত্তিকৃত	%	১	৩০	৩৫	৩০	২৫	২০
		ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিত করা	ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিতকৃত	%	.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
		পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন যুগপৎ জারি নিশ্চিতকরণ	পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন যুগপৎ জারিকৃত	%	.৫	১০০	৯০	৮০	-	-
		সিটিজেন্স চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান	প্রকাশিত সিটিজেন্স চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদানকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
		অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	নিস্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	১	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০
		সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা	সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০
		দপ্তর/সংস্থায় কমপক্ষে দুইটি অনলাইন সেবা চালু করা	কমপক্ষে দুইটি অনলাইন সেবা চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	-	-
		দপ্তর/সংস্থার কমপক্ষে ৩ টি সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকৃত	কমপক্ষে ৩টি সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	১৫ মার্চ	-
		দপ্তর/সংস্থা ও অধীনস্থ কার্যালয়সমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও Small Improvement Project (SIP) বাস্তবায়ন	উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও SIP-সমূহের ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত	তারিখ	১	৪ জানুয়ারি	১১ জানুয়ারি	১৮ জানুয়ারি	২৫ জানুয়ারি	৩১জানুয়ারি
			উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও SIP রেপ্লিকেটেড	সংখ্যা	১	২৫	২০	১৫	১০	
আর্থিক ব্যবস্থাপনার [illegible]	৩	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	লক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৭--১৮				
						অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতি মানের নিম্নে (Poor)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
		স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	স্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা	তারিখ	১	১ ফেব্রুয়ারি	১৫ ফেব্রুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	২৮ মার্চ	১৫ এপ্রিল
			অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা	তারিখ	.৫	১ ফেব্রুয়ারি	১৫ ফেব্রুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	২৮ মার্চ	১৫ এপ্রিল
		দপ্তর/সংস্থায় কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা	কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগকৃত ও ওয়েব সাইটে প্রকাশিত	তারিখ	.৫	১৫ অক্টোবর	২৯অক্টোবর	১৫ নভেম্বর	৩০ নভেম্বর	১৪ ডিসেম্বর
দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন	২	সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণের সময়	জনঘন্টা	১	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
		জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	২০১৭-১৮ অর্থবছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত	তারিখ	.৫	১৩ জুলাই	৩১ জুলাই	-	-	-
			নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	.৫	৪	৩	-	-	-
তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন	২	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	%	.৫	১০০	৯০	৮৫	৮০	৭৫
		স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশিত	%	.৫	১০০	৯০	৮৫	৮০	৭৫
		বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১	১৫ অক্টোবর	২৯ অক্টোবর	১৫ নভেম্বর	৩০ নভেম্বর	১৪ ডিসেম্বর

আমি, সদস্য কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর প্রতিনিধি তথা পরিকল্পনা বিভাগের সচিবের নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে সদস্য কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ -এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

.... ১২.০৮.২০১৭

সদস্য তারিখ

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

...................১২.৮.১৭........................ ....

সচিব তারিখ

পরিকল্পনা বিভাগ

শব্দসংক্ষেপ

ক্রমিক নং	শব্দসংক্ষেপ	বিবরণ
১	এনইসি	ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিল
২	ডিপিইসি	ডিপার্টমেন্টাল প্রজেক্ট ইভালুয়েশন কমিটি
৩	ডিএসপিইসি	ডিপার্টমেন্টাল স্পেশাল প্রজেক্ট ইভালুয়েশন কমিটি
৪	জিইডি	জেনারেল ইকনমিক ডিভিশন
৫	এসইআইডি	সোসিয়-ইকনমিক ইনফ্রাসট্রাকচার ডিভিশন
৬	ইআরডি	ইকনমিক রিলেশন ডিভিশন
৭	পিইসি	প্রজেক্ট ইভালুয়েশন কমিটি
৮	এসপিইসি	স্পেশাল প্রজেক্ট ইভালুয়েশন কমিটি
৯	এডিপি	এনুয়্যাল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম
১০	আরএডিপি	রিভাইজড এনুয়্যাল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম
১১	পিআইসি	প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি
১২	একনেক	এক্সিকিউটিভ কমিটি ফর দি ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিল

সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ/বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা/বিভাগ এবং পরিমাপ পদ্ধতির বিবরণ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/দপ্তর	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
১	১.১. সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়নে সহায়তা	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রকাশিত	প্রকল্পের চাহিদা এবং সীমাবদ্ধতার উপর ভিত্তি করে সংশোধিত এডিপি প্রণয়ন	আলোচ্য বিভাগ এবং কার্যকম বিভাগ	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	
২	১.২. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়নে সহায়তা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রকাশিত	প্রকল্পের চাহিদা এবং সীমাবদ্ধতার উপর ভিত্তি করে এডিপি প্রণয়ন	আলোচ্য বিভাগ এবং কার্যকম বিভাগ	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৩	১.৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী/সংশোধিত উন্নয়ন কর্মসূচী ইত্যাদি পর্যালোচনায় সহায়তা প্রদান	অনুষ্ঠিত সভা	প্রকল্পের চাহিদা এবং সীমাবদ্ধতার বিবেচনাকল্পে বিভিন্ন পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়	আলোচ্য বিভাগ এবং কার্যকম বিভাগ	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৪	১.৪জিইডি/পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক প্রণয়াধীন বিভিন্ন পলিসি/রিপোর্ট প্রকাশে সেক্টরাল ইনপুট	জিইডি/পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক প্রণয়াধীন বিভিন্ন পলিসি/রিপোর্ট প্রকাশিত	উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন পলিসি পরিকল্পনা কমিশন/পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হয়	আলোচ্য বিভাগ , জিইডি এবং পরিকল্পনা বিভাগ	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৫	১.৫ বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা/মন্ত্রণালয় কর্তৃক রিপোর্ট/চুক্তি ইত্যাদির উপর মতামত প্রদান	বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা/মন্ত্রণালয় কর্তৃক রিপোর্ট/চুক্তি ইত্যাদি গ্রহণ সম্পন্ন	ঋণ, বিভিন্ন উন্নয়ন ইস্যু, বৈদেশিক চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা/মন্ত্রণালয় জড়িত থাকে এবং বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করা হয়	আলোচ্য বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগ/সংস্থা/মন্ত্রণালয়	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৬	২.১. প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ, মূল্যায়ন ও অনুমোদন	প্রক্রিয়াকৃত প্রকল্পের হার	প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সেক্টরের আওতাধীন মন্ত্রণালয়সমূহ হতে প্রকল্প প্রস্তাব আলোচ্য বিভাগে প্রেরণ করা হয়	আলোচ্য বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৭		পিইসি/এসপিইসি আয়োজন	মন্ত্রণালয়সমূহ হতে প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাবের উপর পিইসি/এসপিইসি আয়োজন করা হয়	আলোচ্য বিভাগ এবং সভায় আমন্ত্রিত প্রতিনিধিগণ	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/দপ্তর	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
৮		চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ	সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রী অথবা একনেকে প্রেরণ করা হয়	আলোচ্য বিভাগ এবং পরিকল্পনা মন্ত্রীর দপ্তর/একনেক	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৯	২.২. প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন সভা	অংশগ্রহণকৃত সভা	উন্নয়ন প্রকল্ সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা মন্ত্রণালয়/সংস্থায় আয়োজন করা হয় এবং সেখানে পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাগণ আমন্ত্রিত হন	আলোচ্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট আমন্ত্রণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	